বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

শিশু বাজেট, ২০১৬-১৭

জুন, ২০১৬

অর্থ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

---

www.mof.gov.bd

মুখবন্ধ

শিশুরা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাদের হাতেই রয়েছে আমাদের সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ। ফলে, সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুদের জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা যাতে তারা পূর্ণাংগভাবে বিকশিত হতে পারে।

শিশুদের কল্যাণের জন্য আমরা নিরন্তরভাবে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত দুটি চুক্তি যথাঃ শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRC) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (CRPD)-এর অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম দেশগুলির অন্যতম।

বাংলাদেশ বিগত এক দশক ধরে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, যেখানে সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন যুগপৎভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহগামী ছিল। এসব অসাধারণ অর্জন সত্ত্বেও এ দেশের শিশুদের একটি অংশকে এখনও জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত হতে হয়। বাল্যবিবাহ, উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবার অভাব, অপুষ্টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার উচ্চ হার, সহিংসতা ও নির্যাতন ইত্যাদি তাদের শৈশবের আনন্দকে ম্লান করে দেয়। উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ আর এ বিপর্যয়ের নিষ্পাপ শিকার হয় শিশুরা।

'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)' ও 'সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'-তে অনুর্দ্ধ পাঁচ বছরের শিশু মৃত্যুর হার কমানো, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা এবং নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমি আনন্দিত যে শিশুদের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় সাতটি মন্ত্রণালয়ের শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে '*বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ*' নামক পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। UNICEF এর সহায়তায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Strengthening Capacity for Child-Focused Budgeting (CFB) in Bangladesh' প্রকল্পের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে।

এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, শিশু বাজেট শিশুদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বাজেট নয়। বরং এটি হচ্ছে একটি কাঠামো, যা শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার আদায় করা এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই মানব উন্নয়ন প্রয়াস শুরু করার ক্ষেত্রে সরকারি খাতের বিনিয়োগের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারণে নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি এই প্রতিবেদনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতি নির্ধারক এবং অন্য সকল অংশীজন, যারা শিশুদের কল্যাণে কাজ করছে; তাদের সকলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। আমি 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' পুস্তক প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিসেফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

বাণী

উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৫ সালের হিসেবে আমরা নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। তবে অর্থনৈতিক এ সাফল্যের সাথে মানব উন্নয়নও যেন সমান তালে চলতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ জন্য দরকার চৌকষ কর্মপন্থা ও বিনিয়োগ। তবে, সবচেয়ে বড় অগ্রগতি আসবে মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ থেকে, যেখানে সকল জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মর্যাদাকর উপার্জনের সুবিধা পাবে।

মানব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কেবলমাত্র তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন শিশুদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত দুটি চুক্তি যথাঃ শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRC) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (CRPD)-এর অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অপরদিকে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, শিশু আইন ২০১৩ এবং জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০-ইত্যাদি আইন ও নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য উন্নততর জীবনের নিশ্চয়তা দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

শিশু বাজেটের ধারণা প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে শিশুবান্ধব করার উদ্যোগ থেকে। জাতীয় বাজেটের অংশ হিসাবে শিশু বাজেট তৈরি করা হলে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাবে, এ ধারণাটি বিশ্বব্যাপী গতিবেগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৯.৭ শতাংশ শিশু। এ শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত। শিশু উন্নয়ন সহায়ক সুযোগ-সুবিধা আবার নির্ভর করছে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি-কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর। সে কারণে আমাদের শিশু সংক্রান্ত নীতি, আইন ও প্রবিধিগুলোর উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি এ পুস্তকটি নীতি নির্ধারক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক এবং অন্য সকল অংশীজন এর নিকট অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট ৭টি মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফসহ যারা এটি প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, বাংলাদেশকে শিশুবান্ধব একটি দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমাদের নিরন্তন প্রয়াসের সাথে ‘বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ’ দলিলটি একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে-এটিই আমার প্রত্যাশা।

(মাহবুব আহমেদ)
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

বাণী

সুখী এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে শিশুদের জন্য বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। উন্নয়ক গবেষক ও তাত্ত্বিকদের মতে শিশুরাই টেকসই উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি। শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শিক্ষা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই একটি রাষ্ট্র সমৃদ্ধির সোপানে পদার্পন করতে পারে। 'কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব চিল্ড্রেন (সি.আর.সি)' এর অনুচ্ছেদ ৪-এ শিশুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান ও সম্পদ বন্টনে পক্ষসমূহের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) যুগে পদার্পন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ধারাবাহিকতায় এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। কেননা দরিদ্রবান্ধব সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকারের অঙ্গীকার ও উদ্যোগ স্পষ্ট এবং দৃঢ়। জনমিতির সুবিধাজনিত সুফল পেতে হলে শিশুদের জন্য সুচিন্তিত বিনিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই শিশুরা আগামী বছরগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। কনভেনশন অন রাইটস অব চিলড্রেন (সিআরসি) অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালে এ দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের অব্যবহিত পরে ঘোষিত সংবিধানে শিশুদের পূর্ণবিকাশের জন্য সব ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ এ অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়নি, ক্রমাগত শিশুবান্ধব আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। শিশু নীতি, ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ণে শিশুর জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে দৃঢ় করেছে।

দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসে সামাজিক সুরক্ষা বাজেট ও এর আওতা দুটোই বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়নের একটি উদ্যোগ নিয়েছে যার মাধ্যমে শিশুকেন্দ্রিক বিনিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। জাতীয় বাজেটের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে শিশু বাজেট পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করা যায় অর্থ বিভাগ ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে ভবিষ্যতে শিশু বাজেটের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব হবে এবং এর মধ্য দিয়ে সেক্টর ভিত্তিক পর্যালোচনা করা সহজতর হবে, সরকারের জবাবদিহিতা বাড়বে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনাও উন্নত হবে।

বাজেট বরাদ্দের কি পরিমাণ অংশ শিশুদের কল্যাণে ব্যয়িত হচ্ছে এ পুস্তকে সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভবিষ্যতে শিশু সংবেদী বিনিয়োগ ও আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে এ প্রকাশনার তথ্য ও পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

অসাধারণ এ উদ্যোগটির জন্য আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অর্থ বিভাগ, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান, যারা এ প্রকাশনায় অংশগ্রহণ করেছেন-তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলাদেশের শিশু অধিকার পূর্ণ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

এডওয়ার্থ বেইগবেডার
প্রতিনিধি ইউনিসেফ, বাংলাদেশ।

বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
শিশু বাজেট, ২০১৬-১৭

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ			
বাণী			
বাণী			
ভূমিকা			১
অংশ-ক	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের বর্তমান অবস্থা	৩
		শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের ধারণা	৩
		শিশু বাজেট: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা	৪
		বাংলাদেশে শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের যৌক্তিকতা	৬
		আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দায়বদ্ধতা	১০
		শিশু সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা	১১
অংশ-খ	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি ও কাঠামো	১২
অংশ-গ	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেট: মন্ত্রণালয় পর্যায়ের বিশ্লেষণ	২১
অংশ-ঘ	:	উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়	২৮
সংযোজনী-১	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩০
সংযোজনী-২	:	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৩
সংযোজনী-৩	:	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৬
সংযোজনী-৪	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৯
সংযোজনী-৫	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪৩
সংযোজনী-৬	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪৬
সংযোজনী-৭	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৯

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিগত চার দশকে শক্তিশালী উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রত্যাশাগুলো ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনে ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে। ১৯৭২ সালে যেখানে মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই) ছিল মাত্র ১০০ ডলার, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩১৪ ডলারে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৫ সালের হিসেবে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

বিশ্বমন্দা, জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা ও স্থানীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশে ২০০৫ থেকে ২০১৬ সময়কালে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের উপরে থেকেছে এবং অধিকাংশ সময়ে মুদ্রাস্ফীতি থেকেছে দুই অংকের নিচে। সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি মেটাতে বিদেশী ঋণের ব্যবহার হয়েছে বিচক্ষণতার সাথে। এসব পদক্ষেপের ফলে বিগত দেড় দশকে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে।

এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও শিশুরা প্রতিনিয়ত নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে যা সক্ষম নাগরিক হিসেবে তাদের ভবিষ্যতের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। দেশের মোট ৬.৫ কোটি শিশুর মধ্যে ২.৬৫ কোটি (৪৬ শতাংশ) বাস করছে জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে; আন্তর্জাতিক দারিদ্র সীমার বিবেচনায় যা ৩.২ কোটি (৫১ শতাংশ)। বাংলাদেশের শিশুরা শ্রম, বাল্যবিবাহ, উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবার অভাব, অপুষ্টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার উচ্চ হার, সহিংসতা ও নির্যাতন-ইত্যাদি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এতদসত্ত্বেও, বাংলাদেশ সবসময় শিশুদের উন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছে। শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত দুটি চুক্তি যথা, শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRC) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (CRPD)-এর অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। UNCRC এবং CRPD এর অনুস্বাক্ষরকারী হিসেবে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর। এ দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধরণের পদক্ষেপ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন তার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ এবং কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা থাকা দরকার।

বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের আর্থিক সম্পদ আহরণ, ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, বরাদ্দ প্রদান, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং এর মধ্য দিয়ে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাজেট হচ্ছে সরকারের অন্যতম নীতি নির্ধারণী দলিল যার মাধ্যমে সরকার কোন্ উৎস হতে কি পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করবে এবং কোন্ কোন্ খাতে সংগৃহীত সম্পদ ব্যয় করবে তা নির্ধারিত হয়। সে অর্থে বাজেট শিশুদের অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বাজেটে সরকারের সকল কর্মকান্ডের বিপরীতে বরাদ্দ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের রুপরেখা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। কাজেই এ দলিলে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে শিশুরা কিভাবে উপকৃত হবে, সে বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে বাজেট আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, এসব দেশে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার অনেক অংশ অপূর্ণ থেকে যায়। এসব দেশে সাধারণত: বেশিরভাগ পরিবারের আয় প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য ও অনিশ্চিত। ফলে অনেক পরিবারই তাদের সন্তানদের কল্যাণে পর্যাপ্ত ব্যয় করতে পারে না। এ কারণে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। তাই উন্নয়নশীল ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের আরো জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

ভোটাধিকার না থাকলেও শিশুরা সমঅধিকারে দেশের নাগরিক, জাতির সামষ্টিক ভবিষ্যৎ। ফলে বাজেট প্রণয়নকালে শিশুদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। UNCRC (২০০৩) এর অনুচ্ছে ৪-সহ অন্যান্য অনুচ্ছেদে জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ চিহ্নিতকরণ ও সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট এখনও একটি নতুন ধারণা এবং বাংলাদেশের জন্য এটি সম্পূর্ণ নতুন। এখানে শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের বুনিয়াদি কাঠামো এখনও তৈরি হয়নি।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হচ্ছে এই প্রকাশনা। এ পুস্তকে শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের হিস্যার একটি বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণের পদ্ধতি, শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো, এবং সর্বোপরি বাজেট প্রক্রিয়ায় শিশুদের চাহিদাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার করার জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

এ প্রতিবেদনে যে সকল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, তা দ্বারা সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরাও উপকৃত হবেন। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে শিশু ও তাদের পিতা-মাতা, রাজীতিবিদ, নীতি নির্ধারক, সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, আইনজীবি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও), আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সাধারণ জনগণ-সবাই সরকারের শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে পারবে।

আশা করা যায়, শিশুদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে তাদেরকে বাংলাদেশের দায়িত্ববান যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ *পুস্তিকা সহায়ক হবে।*

অংশ-কঃ শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের বর্তমান অবস্থা

শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের ধারণা:

শিশু বাজেট বলতে কি বোঝায় সেটা প্রথমে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এটি শিশুদের জন্য আলাদা কোন বাজেট নয়; বরং এটি একটি প্রতিবেদন যাতে সরকারের সামগ্রিক বাজেটে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনের বিষয়গুলো কিভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়[১]। এর জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই; জাতীয় বাজেটে শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে যেসব নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যেসব পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে সেসব বিষয়ের অনুপুঙ্খু চিত্র তুলে ধরাই এ রিপোর্টের লক্ষ্য। শিশু বাজেট শব্দদ্বয়ের অন্য দ্যোতনাও রয়েছে। এটিকে শিশু বান্ধব বাজেট, শিশু সংবেদী বাজেট, শিশুমুখী বাজেট হিসেবে ও চিহ্নিত করা যেতে পারে।

শিশু বাজেট প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রশ্ন/জিজ্ঞাসাসমূহের উত্তর পাবার চেষ্টা করা হয়:

- ❖ সরকারের সামগ্রিক বাজেটের কি পরিমাণ অংশ শিশুদের কল্যাণে ব্যয়িত হয়?
- ❖ বরাদ্দকৃত অর্থ শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত কিনা?
- ❖ বরাদ্দকৃত অর্থ দক্ষ এবং কার্যকরভাবে ব্যয়িত হয় কিনা?
- ❖ গৃহীত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় কিনা?

সামগ্রিকভাবে শিশুদের স্বার্থের সর্বোত্তম সুরক্ষাই শিশু বাজেটের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এতে শিশু বান্ধব আর্থিক ও সামাজিক নীতিমালা তুলে ধরা হয় এবং শিশুদের মঙ্গালার্থে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত বাজেট এবং গৃহীত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কিনা সেটিও পরীক্ষা করা হয়।

বাজেট প্রণয়নে শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কেননা,

- ❖ অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও এখনও লক্ষ লক্ষ শিশু পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত;
- ❖ শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জীবনমানের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বাজেটের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে;
- ❖ আন্তর্জাতিক চুক্তি বা কনভেনশন অনুযায়ী শিশুদের সামগ্রিক মঙ্গাল নিশ্চিত করতে হলে যেসব ক্ষেত্রে শিশুদের সম্পৃক্ততা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;

[১] de Vylder, S. (2001). "A Macroeconomic Policy for Children in the Era of Globalization." Chapter ten of "Harnessing Globalization for Children: A Report to UNICEF"; The African Report on Child Wellbeing 2011, Addis Ababa, Ethiopia

❖ বাজেট বরাদ্দের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে শিশুদের প্রতি সরকারের আন্তরিকতার প্রকৃত চিত্র প্রতিভাত হয়।

শিশু বাজেটঃ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে শিশুদের কল্যাণে যে পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও বাজেট ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং বহুমাত্রিকভাবে বরাদ্দকৃত বাজেট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে সহায়তা করে। এটি নীতি নির্ধারক ও উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি কৌশল ও সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করে। সিআরসি অনুস্বাক্ষরকৃত পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্যমান বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে শিশুদের জন্য কমবেশী বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়; এ ব্যাপারে সার্বজনীনভাবে অনুসরণযোগ্য কোন পদ্ধতি বা মাপকাঠি নেই।

বিশ্বের যেসকল দেশে ইতোমধ্যে শিশু বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের মধ্যে অন্যতম। দক্ষিণ আফ্রিকার Institute for Democracy in Africa (IDASA) এর আওতায় ১৯৯৫ সালে 'Children Budget Unit (CBU)' গঠিত হয়। CBU শিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে এ দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে[১]। এ দেশে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও Medium Term Expenditure Framework (MTEF) এ তিনটি সূত্র হতে শিশু বাজেটের তথ্য পাওয়া যায়। CBU চারটি বিশেষ সেক্টর; যথা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়ন ও বিচার ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে শিশু বাজেট বিশেষ ভূমিকা রাখে। সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং শিশুদের অংশগ্রহণ এ প্রক্রিয়ায় একটি ইতিবাচক দিক। বাজেট প্রণয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার 'Children Budget Unit' এর অভিজ্ঞতা ভারতসহ নানাদেশে সমাদৃত ও অনুসৃত হচ্ছে।

ব্রাজিলে ১৯৯৪ সালে ''Advocacy Center for Children and Adolescents (CEDECA-CEARA')" নামক একটি সংগঠন সর্বপ্রথম ফরটিলিজা শহরের বাজেট পরিবীক্ষণে উদ্যোগ নেয়। এ সংগঠনটি জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বাজেটে সম্পদ কিভাবে বণ্টন ও ব্যাবহার করা হয় ও এতে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়-তা পর্যালোচনা করে। সংগঠনটির এসব উদ্যোগ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুরা যেন অংশগ্রহণ করতে পারে সে পদক্ষেপও নেয়া হয়। কয়েক বছরের মধ্যে বাজেট প্রণয়নে শিশুদের অংশগ্রহণ আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। এটি বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণের প্রথম নজির।

কেনিয়ায় সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) পদ্ধতি অনুসৃত হয়; যা সরকারি বাজেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। Vision-২০৩০ কে সামনে রেখে ইউনিসেফের সহায়তায় ২০১০ সালে কেনিয়ার পরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সোস্যাল বাজেটিং এর

[১] Budget for Children Analysis: A Beginners' guide (2010); Save the Children and HAQ: Centre for Child Right, Available at http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-for-Children-Analysis.pdf.

নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য সোসাল ইনটিলিজেন্স রিপোর্টিং পদ্ধতি চালু করে। এর মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুবিধা বঞ্চিত মহিলা ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ সে সম্পর্কে স্বচ্ছতর ধারণা পাওয়া যাচ্ছে (বক্স-১)[৩]।

বক্স-১: কেনিয়ায় শিশু বাজেট

কেনিয়া সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা নীতি, ২০১৫ (এনএসপিপি) ঘোষণা করে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকি হ্রাস এবং জনসাধারণের সামাজিক সেবা প্রাপ্তি- এ নীতির মূল প্রতিপ্রাদ্য। সামাজিক খাতে কেনিয়ার ব্যয় জিডিপির ৭ শতাংশ এবং এখানে 'সোস্যাল বাজেটিং'-এর অংশ হিসেবে শিশু বাজেট প্রণীত হয়।

এ নীতিমালায় অনাথ এবং অন্যান্য ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এসব শিশু ও তাদের পরিবারকে সরাসরি আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়। এ কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৫০,০০০ খানা (মোট জনসংখ্যার ২০%) এবং প্রতিটি খানায় ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রতি মাসে ২০০০ কেনিয়ান সিলিং (২০ ডলার) দেয়া হয়। তাছাড়া, খাদ্য ঘাটতির সময়ে স্কুল ফিডিং এর ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি, ন্যাশনাল হসপিটাল ইনসিউরেন্স ফান্ড (এনএইচআইএফ) এর মাধ্যমে সকল সদস্য এবং তাদের ঘোষিত পোষ্যদের (স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান) মেডিক্যাল ইনসিউরেন্স সুবিধা দেয়া হয়। কেনিয়ার সকল নাগরিকের জন্য এনএইচআইএফ সদস্যপদ উন্মুক্ত; ১৮ বছর পূর্ণ হলে এবং মাসিক আয় ১০০০ কেনিয়ান সিলিং এর বেশী হলে এ ফান্ডের সদস্য হওয়া যায়।

একটি সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির পূর্ণ চিত্র অনুধাবনের জন্য সোস্যাল ইনটিলিজেন্স রিপোর্ট (এসআইআর) চালু করা হয়েছে। স্থানীয় স্কুলে জরিপ চালনার মাধ্য দিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয় যার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো দেখা হয় এবং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাগণ এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি স্কুলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'চিল্ড্রেন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে কেনিয়ার শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভারতে প্রতিবছর 'Children & Union Budget' নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে শিশুদের বেঁচে থাকা, বিকাশ এবং অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় বাজেটে কি পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে বা কি ধরণের নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়[৪]। এ প্রতিবেদনে জাতীয় ও প্রাদেশিক বাজেটে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিকাশ ও উন্নয়নে কি পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ এবং সেন্টার ফর বাজেট এন্ড গর্ভনেন্স এ্যাকাউন্টেবিলিটি এর যৌথ উদ্যোগে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। HAQ: Center for Child Right নামক একটি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ভারতে শিশু বাজেটের ধারণা চালু করে এবং কেন্দ্রীয় বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে। শিশু বাজেট ২০০৫ সালে সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়।

---

[৩] Social Audits in Kenya: Budget Transparency and Accountability. Available at: <http://international budget.org / wp-content/uploads / Impact-Story-Kenya-English.pdf>

[৪] UNICEF and CBGA, Child Budgeting in India: Analysis of Recent Allocations in the Union Budget. Available at: http://www.unicef.org/india/Child_Budgeting.pdf

ফিলিপাইনে ২০০৭ সালে ২২টি সিভিল সোসাইটি সংগঠন মিলে শিশু সংবেদী একটি বাজেট প্রণয়ন করে। এ সংগঠনগুলোর বিকল্প বাজেট প্রস্তাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি, টিকা-এ বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

ভিয়েতনামে জাতীয় বাজেটকে শিশুদের অধিকার আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ভিয়েতনামে ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় জাতীয় বাজেটে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়।

ওয়েলসে ২০০৪ সালে 'সেভ দ্য চিলড্রেন' এর উদ্যোগে শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের চিত্র পর্যালোচনা করা হয়। এ উদ্যোগের উদ্দেশ্যসমূহ হলো: (ক) সরকারি বাজেটে শিশুদের জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দ রাখা সমীচীন হবে তা নিরূপণ করা, (খ) শিশুদের উন্নয়নে সরকারি ব্যয়ের গতিধারা পর্যালোচনা করা, (গ) ওয়েলসে শিশু বাজেট প্রণয়নে যৌক্তিকতা তুলে ধরা[৫]।

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে জাতীয় বাজেট এবং শিশুর উন্নয়নের উপর তার প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার নজির রয়েছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এ প্রকাশনাটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল শিশুর কল্যাণ ও উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি চিত্র প্রকাশ করা, যা ভবিষ্যতের একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু বাজেট প্রণয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ উদ্যোগটির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান আইন এবং সরকারের নেয়া প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে গৃহীত শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনির্দেশক হিসেবে প্রকাশনাটিকে ব্যবহার করা। পাশাপাশি এ প্রকাশনায় উল্লেখিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শিশুদের কল্যাণে সরকারের বরাদ্দকৃত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে যারা অধিকতর দরিদ্র ও অসহায়ত্বের শিকার তাদের ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগগুলো আরো বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট শুধু আইনি দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়; বরং অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেও গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত: শিশুদের জন্য বিনিয়োগ দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদার করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ প্রায় সবকিছুই প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন। যেমন গত এক দশকে

[৫] 'Where's the Money Going? Monitoring government and donor budgets'; Save the Children, 2004.

ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরও ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চরম দরিদ্র[6]। তাই উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শুধুমাত্র এটিই যথেষ্ট নয়। এই ধারণা গবেষক ও উন্নয়ন পেশাজীবীকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিকল্প কৌশলের সন্ধান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে একটি বিকল্প হচ্ছে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ, যার মধ্য দিয়ে প্রজন্মান্তরের দারিদ্র্যচক্র দূর করা সম্ভব[৭]।

শৈশবের দারিদ্র্য পরিণত বয়সের দারিদ্রের অন্যতম মূল কারণ[৮]। জীবনের শুরুতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত হলে তা মানুষের শরীর ও মনে স্থায়ী কুপ্রভাব ফেলে[৯]। বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার ফলাফল পরস্পরের সাথে যেমন সম্পর্কিত, তেমনি একটি আরেকটির সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। যেমনঃ জীবনের প্রথম তিন বছরে পুষ্টির অভাব শিশুদের মস্তিষ্ক ও শরীরের ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে[১০]। দুর্বল স্বাস্থ্য শিশুদের শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করে যা তাদের জীবনে সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি দূষিত পানি পানের ফলে শিশুরা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে। এসব ক্ষতি পরবর্তী জীবনে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না।

সুতরাং, মৌলিক সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা বেড়ে ওঠে দরিদ্র প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে, যারা তাদের নিজেদের সন্তানদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে পারে না। এ ধরনের বঞ্চনাজনিত প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়ে দারিদ্র্যচক্র গড়ে তোলে, যাতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়[১১]। তবে, এই দুষ্টচক্রকে একটি কল্যাণ চক্রে রূপান্তর করা যায় যদি জাতীয় বাজেটে শিশু কল্যাণে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। চিত্র-১ এ শিশুদের জন্য বিনিয়োগের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে; তাতে দেখা যাচ্ছে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব মূলধনে বিনিয়োগে প্রতিদানের হার অনেক বেশি[১২]।

---

[৬] Millennium Development Goals Report, 2014.

[৭] Vandemortele. J. (2012); Advancing the UN Development Agenda Post-2015: Some Practical Suggestions

[৮] Minujin, A., *et. al.,* (2006); 'The Definition of Child Poverty: A Discussion of Concepts and Measurements; International Institute for Environment and Development (IIED), Vol 18(2): 481-500.

[৯] Amélia Bastos, Carla Machado, (2009) "Child Poverty: A Multidimensional Measurement", International Journal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 3, pp.237 - 251.

[১০] Tesfu. S.T, (2010); Essays on the Effects of Early Childhood Malnutrition, Family Preferences and Personal Choices on Child Health and Schooling, Georgia State University, USA.

[১১] Wagmiller Jr. R. L., and Adelman. R.M., (2009); Childhood and Intergenerational Poverty: The Long-Term Consequences of Growing Up Poor, The National Centre for Children in Poverty, Colombia University, USA.

[১২] Heckman, J. and Masterov, D. 2007. The Productivity Argument for Investing in Young Children. University of Chicago.

চিত্রঃ১ শিশুদের কল্যাণে বিনিয়োগ ও তার রিটার্ণের সম্পর্ক

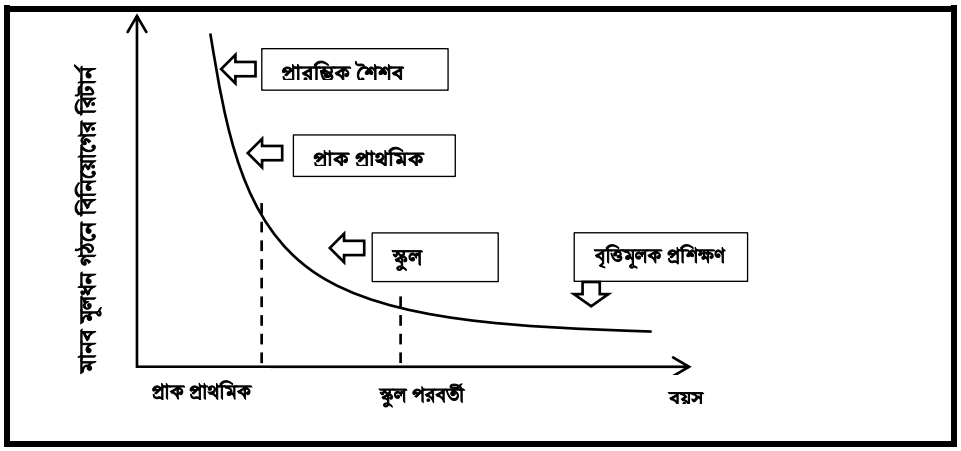

উৎসঃ Heckman and Masterov（2007）

বর্তমানে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই কর্মক্ষম, যাদের বয়স ১৫ হতে ৬৪ বছরের মধ্যে। আমাদের বয়স কাঠামো (Demographic Profile) ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০৪২ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম অংশের অনুপাত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে। জনমিতির এই সুবিধা (Demographic Dividend) এর পূর্ণাংগ সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সার্বিক কল্যাণে বিনিয়োগের পরিমাণ এখনই বহুলাংশে বাড়াতে হবে।

তাছাড়া, অনেক গবেষণায় দেখা গেছে শিশুদের শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে[১৩]। অন্য গবেষণায় দেখা যায়, যারা উন্নত মানের শিক্ষা পায়, তাদের ভালো কর্মসংস্থান, স্থিতিশীল পরিবার প্রাপ্তি এবং সক্রিয় ও উৎপাদনশীল নাগরিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৯.৭ শতাংশ হচ্ছে শিশু[১৪]। তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্রই নয়; বরং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সুরক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে তারা বঞ্চিত। এসকল কারণে সহজে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার করা এবং বৃহত্তর উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ।

রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত: শিশুদের জন্য বিনিয়োগ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

---

[১৩] Wolff, L., E. Schiefelbein , and J. Valenzuela (1992)'Improving the Quality of Primary Education in Latin America and the Caribbean: Towards the 21st Century'; Washington, D.C.: The World Bank

[১৪] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2011.

বৈষম্য ও অসমতা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং সকলের অংশগ্রহণ, সামাজিক একতা ও সংহতির ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। উপরন্তু, সামাজিক গতিশীলতার সুযোগ সীমিত হয়ে গেলে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের মোহভঙ্গ ঘটে। এ কারণে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করে এবং সামাজিক ঐক্যের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে স্থিতিশীল রাখা এবং অগ্রগতির বর্তমান পথকে মসৃণ করার জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে শিশুদের জন্য বিনিয়োগের জোরালো যৌক্তিকতা রয়েছে।

শিশুদের প্রতি বৈশ্বিক অঙ্গীকারকে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ বেশ কিছু আইন ও নীতি-কৌশল প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০; শিশু আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সুশীল সমাজ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের জন্য মৌলিক সামাজিক সেবার মাধ্যমে মানবাধিকার ও সমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের সংবিধান, UNCRC এবং CRPD তে, প্রতিটি শিশুর একটি গ্রহণযোগ্য মানের জীবনযাত্রার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের অধিকার রয়েছে সুযোগের সমতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সুবিধার। যেহেতু শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করার সাথে ব্যয়ের বিষয়টি জড়িত, তাই শিশু অধিকার এবং কল্যাণের সাথে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সময়মত ও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ একটি সামাজিকভাবে ন্যায্য ও অর্থনৈতিকভাবে সুস্থ সমাজের ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে দেয়। শিশুদের বড় অংশ যদি পুষ্টিহীন, অশিক্ষিত বা স্বাস্থ্যহীন থাকে, তাহলে কোন রাষ্ট্র উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে না। কেননা, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুস্থ-সবল ও শিক্ষিত মানবসম্পদ। কার্যকর মৌলিক সামাজিক সেবার অভাবে শিশুরা বঞ্চনা ও ঝুঁকির শিকার হলে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। আগামী দিনের দারিদ্র নিরসনে শিশুদের বঞ্চনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় উচিত। এ জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শৈশব সরকারি বিনিয়োগের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF), যা জাতীয় মানব উন্নয়ন এজেন্ডাকে চালিত করে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে, তাতে এই বিষয়টি পর্যাপ্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হওয়া উচিৎ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ২০২১ সালের মধ্যে পূর্ণরূপে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে শিশুদের জন্য বিনিয়োগর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সরকার সামাজিক খাতের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করে থাকে। কিন্তু এতে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যার মাধ্যমে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী বা নাগরিকরা জানতে পারে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ এবং ব্যয়ের ঠিক কতটুকু শিশুদের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ন্যায়সঙ্গত কিনা এবং তা অধিকাংশ বঞ্চিত শিশুর জন্য যথেষ্ট কিনা-

তাও জানা সম্ভব নয়। একারণে বরাদ্দ প্রদান ও সরকারি বিনিয়োগের গুণগত মান নিয়ে স্বচ্ছ প্রতিবেদনের জন্য শিশুসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি সাধারণ কাঠামো স্থাপন ও চালু করার ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক বাজেট সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে Convention on the Rights of Children এবং ২০০৭ সালে CRDP অনুমোদন করে। বাংলাদেশ ছিল এক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম দিককার দেশসমূহের অন্যতম। সামগ্রিকভাবে শিশুদের এবং সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে নিশ্চিতকরণে এ দুটি চুক্তির বিশেষ অবদান রয়েছে। চুক্তি দু'টিতে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সামাজিক অর্ন্তভূক্তি এবং তাদের বঞ্চনা ও সহিংসতা নিরসনে আন্ত:রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এ দু'টি দলিলে ঘোষিত শর্তাবলী পূরণের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করে। বাংলাদেশ এ দলিল দুটি অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবনমান উন্নয়নে নিজের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে। 'কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দি চাইল্ড' দলিলের ৪নং অনুচ্ছেদে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ অনুচ্ছেদ জাতীয় বাজেট শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বক্স-২

জেনারেল কমেন্ট অন জেনারেল মেজার্স এন্ড **ইমপ্লিমেনটেশন** ফর দ্যা ইউএনসিআরসি (২০০৩):

১৯৯০ সালের কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন প্রণয়নের পরে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে শিশু-উন্নয়ন ও শিশু বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহের সঞ্চার হয়। বাংলাদেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এটির অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে যেঃ

> *রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক, আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণে অংশীদেশগুলো তাদের সামর্থের নিরিখে সর্বোচ্চ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।*

৫ নং জেনারেল কমেন্ট উল্লেখযোগ্য অংশ

"শিশুদের মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা ও বাস্তবায়ন তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ বা অনুকম্পা প্রদর্শন নয় ..... কমিটির গাইডলাইনে জাতীয় ও অন্যান্য বাজেটে শিশুদের কল্যাণে কি পরিমাণ বাজেট রাখা হয়েছে তা চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সামাজিক খাত এবং শিশুদের মঙ্গালার্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় ও অন্যান্য বাজেটে কি পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা যদি কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায় যে রাষ্ট্রটি শিশুদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি"।

শিশু সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামোর আওতার মধ্যেই শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের কাঠামো ও রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনুসৃত ব্যবস্থা এ ধরনের রূপরেখা প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে। এ প্রতিবেদনে এসব আইন, কনভেনশন ও দলিল পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরকারের সাম্প্রতিক সময়ে শিশুকেন্দ্রিক কর্মসূচিসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি কৌশলের আদলেই প্রণীত হয়েছে।

এটি স্পষ্ট যে, শিশুরা সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণে সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া উচিত।

বক্স-৩: বাংলাদেশের শিশু সংক্রান্ত আইনি কাঠামো পর্যালোচনা

ক। বাংলাদেশ সংবিধান

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। অনুচ্ছেদটি এ রকম:

রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

এছাড়া অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুরা যেন কোন ধরনের বঞ্চনার শিকার না হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে-

নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবেনা।

গ। শিশু আইন, ২০১৩

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন, শিশু সুরক্ষা এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত বিধান সংযোজন করে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দেশের শিশুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ। এ আইনে বিশেষ দিকগুলো হলঃ

- ❖ সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ❖ জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন;
- ❖ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ, প্রত্যেক থানায় শিশু বিষয়ক ডেস্ক গঠন ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নির্ধারণ, শিশু আদালত গঠন, তদন্ত, বিচার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❖ বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন, উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- ❖ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) বিধান ইত্যাদি।

ঘ। জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকাতা এবং জাতিসঙ্ঘের 'কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন' এ বিধৃত অঙ্গিকারের আলোকে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণীত হয়েছে। এ নীতির ধারা ১৪ নিম্নরূপঃ

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুদের উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে সকল দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন ও শিশু উন্নয়নের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো

শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এই অনুচ্ছেদে প্রথমে শিশুদের ঝুঁকিসমূহ (Vulnerabilities) তুলে ধরা হয়েছে। তারপর জীবনচক্র পদ্ধতি কিভাবে শিশুদের চাহিদা এবং অধিকার পূরণের জন্য একটি নীতি-কাঠামো প্রদান করতে পারে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে, ঝুঁকি ও নীতি কাঠামোর প্রেক্ষাপটে একটি শিশু বাজেট কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নির্ধারিত হয় মূলত: পিতা-মাতার সিদ্ধান্তে। পিতা-মাতা বাল্যকাল থেকে সাবালকত্ব পর্যন্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যেসেবা, পুষ্টি এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন[১৫]। এসব মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে পিতা-মাতা ব্যর্থ হলে সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, জীবনধারণের মৌলিক উপাদান যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা-ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা থেকে উদ্ভূত *অভাব পূরণ অথবা* বিধবা, এতিম ও বয়স্কদের সহায়তা করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব[১৬]। চিত্র-২ তে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং শিশুদের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে জীবনচক্র পন্থা কিভাবে কাজ করে তা দেখানো হয়েছে।

চিত্র-২ : ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং শিশুদের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে জীবনচক্র পন্থার ভূমিকা।

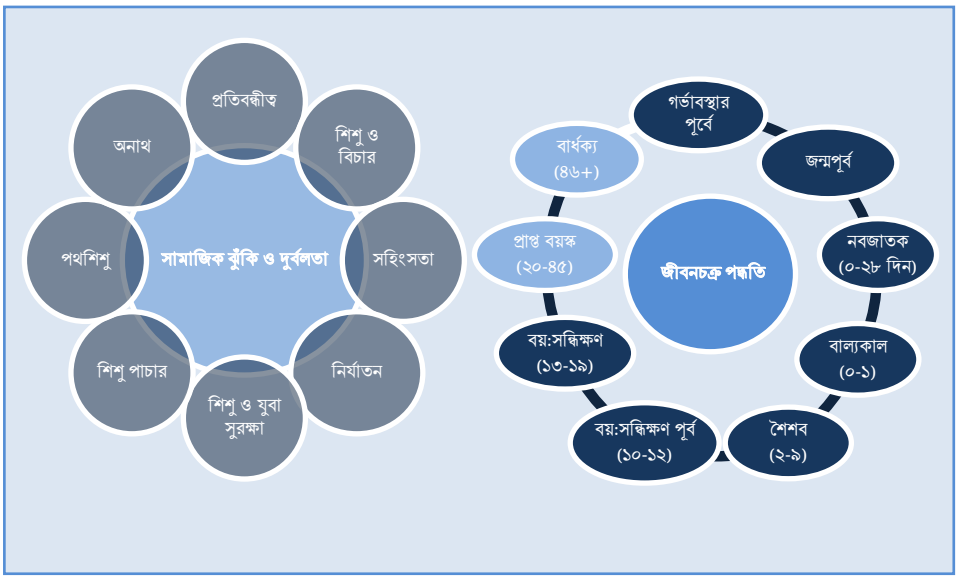

[১৫] World Bank, 2001, 'The Family Health Cycle: From Concept to Implementation', Washington DC, USA.

[১৬] The Government of Bangladesh 1972, Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Section 15.

দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশে প্রায় ২৪ শতাংশ পরিবার এখনও জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে[১৭]। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা অবহেলা বাংলাদেশে অধিকাংশ শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মূল কারণ। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পিছিয়ে রয়েছে, যা তাদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামাজিক অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করছে।

উপরন্তু, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবার অভাব, অপুষ্টি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার উচ্চ হার, সহিংসতা ও নির্যাতন ইত্যাদি বাংলাদেশের শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। যেসব দেশে কিশোরী মাতার হার সবচেয়ে বেশি[১৮], বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। এখানে ১৫-১৯ বছরের কিশোরীদের মধ্যে ৩০% মাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে[১৯]।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলোতে বসবাসকারী আশ্রয়হীন শিশুদের কল্যাণ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর একটি। এখানে নানা *ধরনের* দুযোর্গের ঝুঁকিতে বাস করে জনসংখ্যার ৯৭.৭ শতাংশ[২০]। এসব দুর্যোগের কারণে তাদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা সীমিত হয়ে যায়, এবং কাজের জন্য শিশুদের স্কুল বন্ধ করার ঘটনা বেড়ে যায়। ফলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতসহ শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণে ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) জীবনচক্র পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে[২১]। এ পদ্ধতিতে শিশু, মাতা, পিতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী-সকলকে একটি *সহায়তা কাঠামো* (System of Support) যুক্ত করা হয়, যার শুরু হয় শিশুর জন্মেরও আগে থেকে। যেমনটি চিত্র-২ তে দেখানো হয়েছে, প্রতিটি পর্যায়ে বয়স এবং *জেন্ডার*ভিত্তিক ঝুঁকি ও চাহিদা রয়েছে যা মেটাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রতিটি স্তরে গৃহীত ব্যবস্থাকে ইনপুট হিসাবে দেখা যেতে পারে যা শিশুকে পরবর্তী স্তর পর্যন্ত বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। তখন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই কাঠামোর মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপের ধরণ, যেমন বায়োমেডিকেল, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত - ইত্যাদি চিহ্নিত করা যায় এবং কোন স্তরে কোন হস্তক্ষেপটি সবচাইতে বেশি কার্যকর হতে পারে তা নির্ধারণ করা যায়। এই কাঠামো শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সামাজিক ঝুঁকি ও চাহিদার উপর মনোযোগ দিতে সাহায্য করে তাই নয়, বরং অপ্রতুল সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের দিক-নির্দেশনাও প্রদান করে।

---

[১৭] World Bank, 2015, Bangladesh – Systematic Country Diagnostic (SCD), Resident Mission, Dhaka; Finance Division, Ministry of Finance, 2015, Poverty and Inequality in Bangladesh: Journey Towards Progress (2014-2015), Dhaka, Bangladesh.

[১৮] Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS), 2014, Ministry of Health and Family Welfare.

[১৯] UNICEF, 2014, 'Situation Analysis on Children with Disabilities in Bangladesh', UNICEF Bangladesh, Dhaka, P. XII

[২০] UNICEF, Bangladesh Country Programme Document, 2012-2016, 2011.

[২১] For a detailed discussion of this approach please see *National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh*, 2015, General Economic Division, Ministry of Planning, Government of Bangladesh, p. 50.

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ এ পদ্ধতি ব্যবহার করছে; যেমন, জ্যামাইকা এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র (সামাজিক সুরক্ষা), চীন ও ফিলিপাইন (স্বাস্থ্য সেবা), সেনেগাল (পুষ্টি), ব্রাজিল ও ভারত (স্বাস্থ্য খাত বিশ্লেষণ) এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা (শিক্ষা)। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল প্রণয়ন, সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগের জন্য ঝুঁকি মূল্যায়ন *এবং* পুষ্টি কর্মসূচিতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে[২২]।

প্রথাগতভাবে, শিশু বাজেট কাঠমোকে বাজেট চক্রের একটি প্রবাহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে[২৩]। জীবনচক্র পদ্ধতি কার্যত: শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। জীবনচক্র পদ্ধতির আওতায় চাহিদা বিশ্লেষণ শিশুদের চাহিদা পূরণ এবং বিপদাপন্নতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করার মত কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে অপূর্ণ চাহিদা এবং বিদ্যমান কর্মকান্ডে কোনো সমস্যা থাকলে তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়। বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, বরাদ্দ মূল্যায়ন, এবং ফলাফল পরিমাপ-ইত্যাদির ব্যবস্থার সাথে অংশীজনকে সংযুক্ত করলে এমন একটি গতিশীল নীতি-পরিবেশ তৈরি হতে পারে যাতে শিশুরা তাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারে এবং সরকার সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। নিচে চিত্র-৩ তে এই নীতি-পরিবেশে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠমো তুলে ধরে হলো:

চিত্র ৩ : শিশু-*কেন্দ্রিক* বাজেট কাঠামো

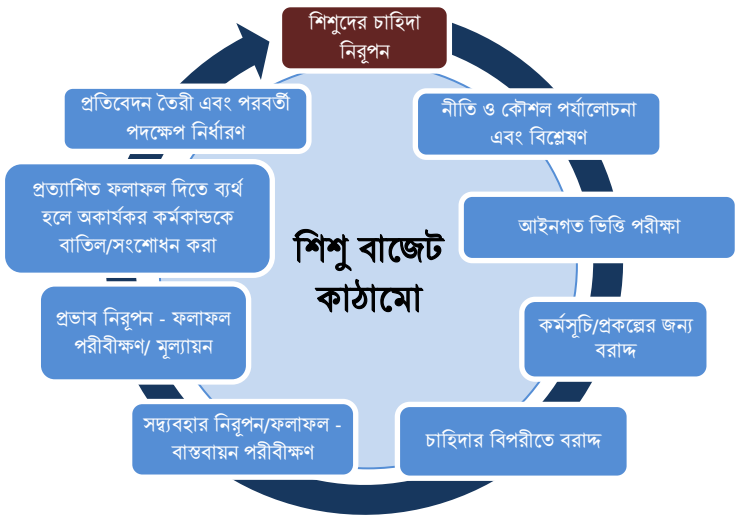

জাতীয় বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতিতে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির সব খাতকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে শিশুদের বিষয়গুলো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে, জাতীয় বাজেটকে শিশুবান্ধব করতে হলে শিশুদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং শিশুদের জন্য একটি বাজেট কাঠামো পদ্ধতি বিবেচনায় নিতে হবে।

---

[২২] World Bank, 2001, 'The Family Health Cycle: From Concept to Implementation', Washington DC, USA; UNICEF 2012, Integrated Social Protection Systems: Enhancing Equity for Children, New York, USA.

[২৩] Save the Children in Bangladesh (SCiB) and Centre for Services and Information on Disability (CSID), *Child Budget in Bangladesh,* Dhaka, Bangladesh

আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে শুরু করতে হবে জীবনচক্রব্যাপী চাহিদা বিশ্লেষণ দিয়ে। গতানুগতিকভাবে ধরা হয়ে থাকে শিশুদের মতামত তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় আর তারা তা ঠিকমত প্রকাশও করতে পারে না। এর ফলে বাজেটের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয় না, পরিণতিতে তাদের বক্তব্য অশ্রুত থেকে যায়। এ কারণে তাদের মতামত চাওয়ার প্রক্রিয়া ও *এ* পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠানিক রুপ দেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করা হলে শিশুরা তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদার কথা প্রকাশ করতে পারে। রূপকল্প ও কৌশলগত পরিকল্পনা, যেমন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদিতে ঘোষিত নীতি-কৌশলের ভিত্তিতে শিশু বাজেটের *কাঠামো* তৈরি করা যেতে পারে।

জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য *কোন* কর্মসূচি চিহ্নিত করতে হলে প্রথমে সুবিধাভোগীদেরকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উপকারভোগীদের লক্ষ্যগোষ্ঠী হতে পারে সকল শিশু, অথবা জনতাত্বিক (demographic) ভিত্তিতে নির্ধারিত শিশুদের একটি বিশেষ অংশ। সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় আইনগত বাধ্যবাধকতাও বিবেচনা করতে হবে। একইসাথে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)-তে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

শিশু কল্যাণের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নের কাজে একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত/ প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, যা সরকারের কার্য বিধিমালা (Rules of Business) দ্বারা নির্ধারিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধিভুক্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করবে এবং অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও উন্নয়ন সহযোগিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে। মন্ত্রণালয় সম্পদের চাহিদার বিষয়টি নিয়ে সকল অংশীজনের (বিশেষ করে অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগী) সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রাখবে।

অনুমোদিত বরাদ্দের যেন পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয়, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকাটি হচ্ছে বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের। এ উদ্দেশ্যে কর্মকৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এ ধরনের ব্যবস্থায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারীদেরকে প্রণোদনা এবং লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা যেতে পারে।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মসূচি বা প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে যা অভ্যন্তরীণভাবে বা বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়েও করা যেতে পারে। এতে বাস্তবায়ন *পরিবী*ক্ষণের বদলে ফলাফল এবং প্রভাব *পরিবী*ক্ষণের উপর বেশী জোর দেয়া হয়। একটি কার্যকর শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় কর্মসূচিগুলোর বেজলাইন ও বেঞ্চমার্কিং এবং প্রক্রিয়া মূল্যায়ন ও প্রভাব পরিমাপের বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এ প্রক্রিয়ার একটি *পরিবী*ক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ বুঝতে পারেন কোন কোন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে এবং *বাকিগুলো* অর্জনে

করতে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বরাদ্দ দেয়ার সময়ে মূল্যায়ন কর্মকান্ডের জন্যও বরাদ্দ রাখতে হবে।

উপরে প্রস্তাবিত পদ্ধতি কাঠামোটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অংশীজন যেমন এনজিও এবং এডভোকেসি গ্রুপ-এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/সংশোধন শেষে চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এর বাস্তবায়ন নিশ্চিতভাবে নির্ভর করবে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নতির উপর, যার মধ্যে রয়েছে বাজেটের মধ্যমেয়াদি প্রেক্ষিত প্রণয়ন; আউটকাম, আউটপুট এবং সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা; *পরিবীক্ষণ* ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রবর্তন*;* এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রণোদনার সুবিধাসহ মন্ত্রণালয় ও কার্যনির্বাহীদের জন্য কর্মকৃতি ব্যবস্থা কাঠামো উন্নয়ন - ইত্যাদির উপর।

প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে সামাজিক খাতের সাতটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসূচি ও প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের আর্থসামাজিক চাহিদা এবং অধিকার নিয়ে কাজ করে। এই সকল মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের একটি প্রধান অংশ শিশুদের কল্যাণে ব্যয় হয়। এতে নির্বাচিত মন্ত্রণালয়গুলোর প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রমকে চারটি অধিকারগুচ্ছ যথা টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার ও অংশগ্রহণের অধিকার-ইত্যাদিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা এবং বাজেট ফোকাল কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে। প্রতিবেদনে উল্লিখিতে তথ্যের বিষয়ে *ঐকমত্য তৈরি* এবং সেগুলোর *সঠিকতা* যাচাই এর চেষ্টাও করা হয়েছে। নিচে চিত্র-৪ এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সামগ্রিক পন্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র-৪: প্রতিবেদন প্রণয়নের পন্থা

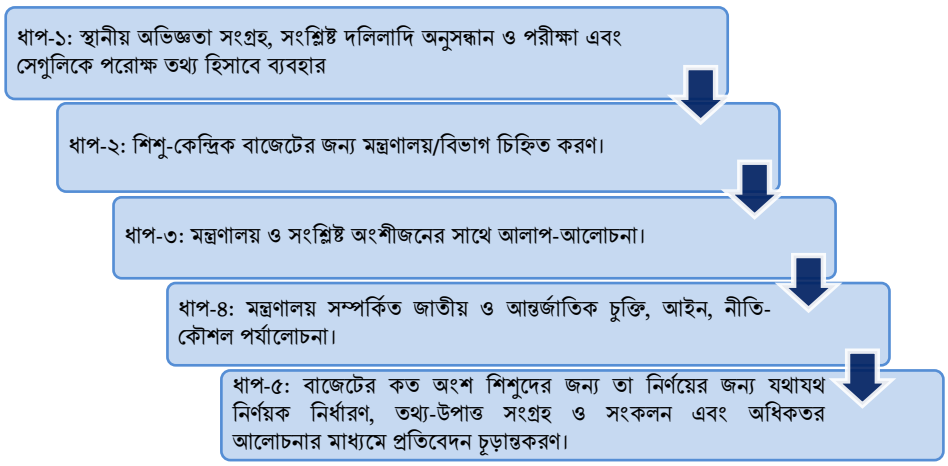

ধাপ ১: একটি অর্থপূর্ণ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যে যেসব দেশ শিশু বাজেট প্রণয়নের চেষ্টা করছে, তাদের কর্মকান্ডকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ধাপ ২: শিশু-কেন্দ্রিক মন্ত্রণালয় শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে কর্মবন্টন (allocation of business) অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিধি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভূমিকা রয়েছে, তাদেরকে শিশু বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। এই সকল মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমকে চারটি অধিকারগুচ্ছ (Cluster of rights) যথা-টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার- *এভাবে* ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গুচ্ছের অধীনে প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে। নিচের সারণি-১ এ প্রতিটি অধিকারগুচ্ছের বিপরীতে বিষয়ভিত্তিক সাব-গ্রুপিং এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-১: ***শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট চারটি ক্লাস্টার ও এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিবরণ***

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
টিকে থাকার অধিকার				
	খাদ্য, পুষ্টি	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.২	CRC ধারা ২৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	পানি	সংবিধন: ধারা - ১৫	CRC ধারা ২৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	স্বাস্থ্যসেবা	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.১/৬.২/৬.৩	CRC ধারা ২৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	আশ্রয়, বাসস্থান	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ - ৮৪/৮৫	CRC ধারা ২৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত; ভূমি মন্ত্রণালয়
	পরিবেশ, দুষণ	সংবিধন: ধারা - ১৮ক; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.১২	CRC ধারা ২৪	পরিবেশ ও বন; স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়নের অধিকার				
	শিক্ষা	সংবিধন: ধারা - ১৫, ১৭; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.২/৬.৪/৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
	অবসর, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড	সংবিধন: ধারা - ১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ -৬.৫/৬.৬	CRC ধারা ৩১	নারী ও শিশু বিষয়ক; যুব ও ক্রীড়া; সংস্কৃতি বিষয়ক
	তথ্য	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.৫	CRC ধারা ১৩,১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়;
সুরক্ষার অধিকার				
	শোষণ, শিশুশ্রম	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৯; বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৫	CRC ধারা ৩২	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
	নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা	সংবিধন: ধারা - ২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ - ৬-৯, ১৩-১৪, ৪৪; শিশু নীতি অনুচ্ছেদ ৬.৭	CRC ধারা ৩৩-৩৬	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
	নিষ্ঠুরতা, সহিংসতা	শিশু আইন: অনুচ্ছেদ - ৬-৯, ১৩-১৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.৭	CRC ধারা ১৯,৩৭	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	বিদ্যালয়ে সহিংসতা	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	সামাজিক নিরাপত্তা	সংবিধন: ধারা - ২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ -৮৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৬.২/৬.১২	CRC ধারা ১৬, ২৬, ২৭	সমাজ কল্যাণ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ
অংশগ্রহণের অধিকার				
	জন্ম নিবন্ধন, জাতীয়তা	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ অনুচ্ছেদ ১৮; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১০	CRC ধারা ৭-৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	তথ্য	সংবিধন: ধারা - ৩৯; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ -৬.৫	CRC ধারা ১৩,১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়
	মত প্রকাশের অধিকার, মতামত শোনা; সংগঠনের অধিকার	সংবিধন: ধারা - ৩৮, ৩৯ শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১৩	CRC ধারা ১২-১৫	তথ্য মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ধাপ-৩: প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি পিয়ার গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে ইউনিসেফ প্রতিনিধি এসকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। শিশু-*কেন্দ্রিক* বাজেট *তৈরির* পন্থা আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ-কে নিয়ে অর্থ *বিভাগে* একটি উচ্চ পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

ধাপ-৪: এ ধাপে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

- শিশুদের জন্য বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৌশলগত দলিলাদি যেমন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, *৭ম* পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) *ইত্যাদি* পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- সরকারের অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের নীতি-কৌশল -যেমন স্বাস্থ্য নীতি, পুষ্টি নীতি, *জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ,* শিক্ষানীতি, জাতীয় শিশু নীতি, এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (*NSSS)* পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- জাতীয় বাজেটে শিশুদের চাহিদা সম্পর্কিত দায়িত্ব, অঙ্গীকার এবং আকাঙ্খাকে পর্যাপ্তভাবে পূরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ, রাষ্ট্রীয় আইনে সন্নিবিষ্ট শিশু বিষয়ক ধারা ও নীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ধাপ-৫: এ ধাপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সাজানো, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোন কার্যক্রম যদি সরাসরি শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের জন্য কাজ করে এমন *শ্রেণির* (যেমন মাতা-পিতা ও অন্যান্য দেখাশোনাকারী বা শিশু-কিশোরদের জন্য নিয়োজিত পেশাজীবি যেমন শিক্ষক, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইত্যাদি) সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, তাহলে তাকে শিশু-কেন্দ্রিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম নিচের কোন একটি উদ্দেশ্যে কাজ করে, তাদেরকে শিশু-কেন্দ্রিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে:

- ❖ শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য মৌলিক সেবা, যেমন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, এবং আশ্রয় প্রদান;
- ❖ পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে সহয়তাকরণ বা নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করণ;
- ❖ পরিবার এবং অন্যান্য দেখাশোনাকারীদের জন্য শিশুদের যত্ন করার বিষয়ে সহায়তা;
- ❖ প্রতিবন্ধী, অনাথ এবং পথশিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা;
- ❖ শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ নিরসন;
- ❖ শিশুদের দেখাশোনাকারীদের জন্য কর্মসংস্থান বা আয়ের ক্ষেত্র তৈরি;
- ❖ ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ হিসেবে শিশুদের জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধি।

উপরোল্লিখিত নির্নায়কসমূহ দ্বারা চিহ্নিত শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমসমূহকে এরপর 'পূর্ণ শিশু-কেন্দ্রিক' ও 'আংশিক শিশু-কেন্দ্রিক' -এ *দু'* শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। অনুর্ধ ১৮ বছরের শিশুদের উপকারে পুরোপুরি নিয়োজিত অথবা শিশুদের জন্য কাজ করে এমন শ্রেণিকে (যেমন মাতা-পিতা ও অন্যান্য দেখাশোনাকারী বা শিশু-কিশোরদের জন্য নিয়োজিত পেশাজীবি যেমন শিক্ষক, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইত্যাদি) শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসকল প্রকল্প বা কার্যক্রম ব্যয় সহায়তা করে সেগুলোকে 'পূর্ণ শিশু-কেন্দ্রিক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অপরদিকে, যদি কোন প্রকল্প বা কর্মকান্ড শিশুসহ জনগণের একটি বৃহত্তর অংশের উপকার করে, তাহলে সেই প্রকল্প বা কর্মকান্ডের ব্যয়কে 'আংশিক শিশু-কেন্দ্রিক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আংশিক শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প/ কর্মসূচি/কার্যক্রমের ব্যয়ের কত অংশ শিশু-কেন্দ্রিক তা নির্ধারণ করার জন্য নিম্নলিখিত *দু'টি* উপায়ের সুবিধামত একটিকে বেছে নেয়া হয়েছে:

- **<u>জনসংখ্যার কত অংশ শিশু সে অনুপাতে ভাগ করা:</u>** যে সব প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রমের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত এবং বয়স নির্বিশেষে সমগ্র জনসংখ্যার কল্যাণে নিয়োজিত (যেমন দারিদ্র্য বিমোচন বা সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সেবা সম্পর্কিত কর্মসূচি), মোট জনসংখ্যার যত শতাংশ শিশু তাদের ব্যয়ের ততো শতাংশকে শিশুদের জন্য ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে।
- **<u>সুবিধাভোগীদের মধ্যে শিশুদের অনুপাতে ভাগ করা:</u>** যে সকল প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের উপকারেও কাজ করে (যেমন ১৫-৪৫ বছর বয়সীদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা সেবা, হাসপাতালে শিশুদেরকে প্রদান করা সেবা) তাদের ক্ষেত্রে মোট সুবিধাভোগীর সাথে শিশু সুবিধাভোগীর অনুপাত দিয়ে মোট প্রকল্প বা কর্মসূচির কত অংশ শিশুদের জন্য তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য হল শিশু বাজেটের ধারণাকে সরকারের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারার সাথে একীভূত করা। এ উদ্দেশ্য পূরণে এ বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল iBAS++ -এ "শিশু বাজেট মডিউল" নামে একটি আলাদা মডিউল যুক্ত করা। উল্লেখ্য যে, iBAS++ সরকারের আর্থিক

ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে শিশু সংশ্লিষ্ট বাজেটের অংশ হিসাবায়নের জন্য যে মেথডলজি ব্যবহার করা হয়েছে, তা iBAS++ -এর শিশু বাজেট মডিউলে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, এ মডিউলের মাধ্যমে iBAS++ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট পর্যালোচনা করে এর শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর ব্যয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে।

এ পুস্তিকায় শিশু অধিকারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সাতটি মন্ত্রণালয়ের শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলো হল: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। তবে, নির্বাচিত এ সাতটি মন্ত্রণালয় ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মত আরো বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম রয়েছে। এ বছরের পুস্তিকাটির কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য এসব মন্ত্রণালয়গুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে, সামনের বছরগুলোর আলোচনায় এসব মন্ত্রণালয়কে ধীরে ধীরে যুক্ত করা হবে। নির্বাচিত সাত মন্ত্রণালয়ের শিশু সংশ্লিষ্ট ব্যয়গুলোকে শিশু অধিকারের সাথে সম্পর্কিত চারটি ক্লাস্টারে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এগুলো হল: শিশুর টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং শিশুর জন্য উপযুক্ত এমন সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার।

অংশ গঃ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট : মন্ত্রণালয় পর্যায়ের বিশ্লেষণ

এ অনুচ্ছেদে শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর ব্যয় প্রবণতা এবং শিশু কল্যাণের ওপর তাদের প্রভাব, সেসাথে এ প্রবণতার প্রধান কারণগুলো পর্যালোচনা করে তার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর আরো বিস্তারিত তথ্য ও বিশ্লেষণ সংযোজনী ১-৭ এ প্রদান করা হয়েছে। ইত:পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নিচের ছকে (সারণি ২) শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের সামষ্টিক তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সরণি - ২: সামগ্রিক শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট

	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		মন্ত্রণালয় বাজেটে শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের অংশ (%)	
	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২১.৬৩	১৬৮.৪৮	২২০.২৯	১৬৫.৬৯	৯৯.৪০	৯৮.৩৪
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৮.৫৮	২০২.৬৭	১৭৮.৭৩	১৩৮.৩৭	৬৬.৫৫	৬৮.২৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৭৫.১৬	১৪৮.৪১	৪৩.৪১	৩৮.৮২	২৪.৭৮	২৬.১৬
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪২.৭৩	৩৩.১৫	৭.৯৫	৬.১৯	১৮.৬১	১৮.৬৭
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২১.৫১	১৭.৬১	৮.২৬	৫.৮৮	৩৮.৪০	৩৩.৩৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২১৩.২৬	১৯২.২১	২১.৪০	১৩.২৬	১০.০৩	৬.৯০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮০.০৫	৭৭.৭১	১৬.০৮	১৫.৬৭	২০.০৯	২০.১৬
সর্বমোট (নির্বাচিত সাত মন্ত্রণালয়)	**১,০২২.৯২**	**৮৪০.২৪**	**৪৯৬.১২**	**৩৮৩.৮৮**	**৪৮.৫০**	**৪৫.৬৯**
জাতীয় বাজেটে নির্বাচিত সাত মন্ত্রণালয়ের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট (%)			১৪.৫৭	১৪.৫১		
নির্বাচিত সাত মন্ত্রণালয়ের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)			২.৫৩	২.২৩		

দ্রষ্টব্য: ৭টি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি ও প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে হিসেব করা হয়েছে। উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, ৭টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঘটেছে শিশুদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম এবং প্রকল্পগুলোতে। ফলে, এই সময়ে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৯ শতাংশ। সাতটি মন্ত্রণালয়ের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ বক্স-৪ এ উল্লেখ করা হলো।

বক্স - ৪: প্রধান পর্যবেক্ষণসমুহ

- সরকারের প্রতিশ্রুতি, পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রীতিনীতি এবং সেসাথে দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- মধ্যম আয়ের দেশগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা উচিত।
- প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার বজায় রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হারের উন্নতি ঘটানোর মত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য ভৌগোলিক সুবিধা এবং অসুবিধা বিবেচনা করে প্রয়োজন-ভিত্তিক পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- স্কুল ফিডিং কর্মসুচি মাত্র ৯৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে, ফলে দরিদ্র ছাত্রদের একটি বিশাল অংশ এর বাইরে থেকে যাচ্ছে।

- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যেমন, নবজাতক ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশু এবং মাতৃমৃত্যু হারের উন্নতি, দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী ও ধাত্রীদের দ্বারা প্রসব-ইত্যাদি খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাওয়া উচিত। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধি করা উচিৎ, যাতে করে শিশু ও নারীর অপুষ্টি, শিশুর ক্ষীণ স্বাস্থ্য, প্রতিষেধক - ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা যায়।
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এ চিহ্নিত সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর উচিৎ প্রভাব বিশ্লেষণ (Impact Assessment), 'Public Expenditure Tracking System (PETS)'-ইত্যাদির সাহায্য নেয়া, যাতে বরাদ্দকৃত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
- জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন। শিশুশ্রম নিরসনে আরও প্রকল্প/ কর্মসূচির সুযোগ রয়েছে।
- এছাড়া, সুগঠিত প্রকল্প এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত।
- শিশুদের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালে শিশুদের মতামত গ্রহণের সুযোগ নেই।
- কিছু নীতি ও কর্মসূচি প্রনয়নের পর বাস্তবায়নকালে তা হতে আশানুরুপ ফলাফল পাওয়া নাও যেতে পারে। বিশেষ করে যখন তা অন্য কোন নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের গ্রামাঞ্চলের প্রাধান্য রয়েছে। শহরে, বিশেষ করে বস্তি এলাকায়, দারিদ্রের উচ্চ মাত্রা সত্ত্বেও এসব কার্যক্রমে অনেকক্ষেত্রে শহরাঞ্চলকে বাদ দেয়া হয়। শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় সুবিধাভোগীকে ঠিকমত বিবেচনা করে এইসব কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

মন্ত্রণালয়-ওয়ারী বরাদ্দ এবং শিশুদের উপর এর প্রভাব নিয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, এবং সংযোজনীগুলোতে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) অংশগ্রহণমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার রয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে বেশ কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে[২৪]। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এসডিজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশ সরকার নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (বক্স ৫)।

বক্স-৫ : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা	
স্বাস্থ্য	– অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২৭ (নবজাতকের ক্ষেত্রে ২০) জনে নিয়ে আসা; – মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে প্রতি এক লক্ষ জীবিত প্রসবের ক্ষেত্রে ১০৫ জনে নিয়ে আসা; – টিকাদান, হাম (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে) ১০০ শতাংশে উন্নীত করা; – দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা প্রসবসেবা ৫৫ শতাংশে উন্নীত করা।
শিক্ষা	– প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১০০ শতাংশে ভর্তি নিশ্চিত করা; – ১২তম শ্রেণিতে ভর্তির হার ৬০ শতাংশে তে উন্নীত করা; – ৫ম শ্রেণিতে পৌঁছানোর হার বর্তমানের ৮০ শতাংশে থেকে ১০০ শতাংশে এ উন্নীত করা।

[২৪] Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, United Nation, 'Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development'.

বক্স-৫ : সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা	
পানি ও স্যানিটেশন	– শহর এলাকার সকলের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির সুবিধা নিশ্চিত করা; – গ্রাম এলাকার সকলের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির সুবিধা নিশ্চিত ক; – শহরের শতভাগ অধিবাসীর জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা নিশ্চিত করা; – গ্রামের ৯০% অধিবাসীর জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা নিশ্চিত করা।
পুষ্টি	– অনুর্ধ্ব পাঁচ শিশুদের (৬-৫৯ মাস) মধ্যে ওজন স্বল্পতার হার ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা। – অনুর্ধ্ব পাঁচ শিশুদের (১৬-৫৯ মাস) মধ্যে ক্ষীণ স্বাস্থ্যের হার ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা; – ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে শুধু মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীলতার হার ৬৫ শতাংশ।

উৎস: General Economic Division, Planning Commission, 2015, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরকিল্পনা ২০১৬-২০২০, *Accelerating Growth, Empowering Citizens*

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মধ্যম আয়ের দেশসমূহে শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির ১.৮-৬.৮ শতাংশের মধ্যে থাকে। বাংলাদেশের জন্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে যা প্রাক্কলন করা হয়েছে প্রায় ২.৫ শতাংশ। মধ্যম আয়ের দেশগুলোর শিক্ষা খাতে গড় ব্যয় বাংলাদেশের চেয়ে ৫৮ শতাংশ বেশি[২৫]। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার শতভাগ বজায় রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরে জন্য ১০০ শতাংশ ভর্তি অর্জন করা। এ জন্য অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হবে।

বাজেট তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৯৯.৪১ শতাংশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৬৬.৫৫ শতাংশ শিশু কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট (সংযোজনী ১ ও ২)। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল জিডিপির ২.০২ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপির ২.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে ।

শিশু উন্নয়ন ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নেয়া অনেকগুলো বড় প্রকল্প ও কর্মসূচি শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার (৯৪ থেকে ৯৮ শতাংশ), সমাপ্তির হার (৫০ থেকে ৮০ শতাংশ) এবং পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণের হার (৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ) বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ২০১০ সালে ছিল ৫৫ শতাংশ, যা ২০১৫ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশে। তবে এক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা ইত্যাদি (সংযোজনী ১ ও ২)।

[২৫] World Bank, *World Development Indicators,* 2015, Accessed on 4 December 2015.

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় ১৪ থেকে ৬৯ মার্কিন ডলার। স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের মাথা পিছু ব্যয় ৩১.৬৩ মার্কিন ডলার[২৬]। অপরদিকে, মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মাথাপিছু গড় স্বাস্থ্য ব্যয় ২৫৫.৯৪ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের তুলনায় ৮ গুণ বেশী। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় সরকারি বাজেটের ৫ শতাংশের কাছাকাছি এবং বিগত পাঁচ বছরের (২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭) জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের যথাক্রমে ২৪.৮৭ ও ২৬.১৬ শতাংশ এবং জিডিপির ০.২২ ও ০.২৩ শতাংশ শিশুদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে (সংযোজনী ৩)।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতের সূচকের উন্নতিতে অত্যন্ত সফল হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ গড় আয়ু ১০ বছর বেড়ে হয়েছে ৫৯ থেকে ৭০.৭ বছর, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে (যথাক্রম ৬০ থেকে ৪৯ এবং ২.৯ থেকে ১.৫১)। সামাজিক সূচকের উন্নতিতে আমরা অধিকাংশ নিম্ন-আয়ের দেশ এবং এমনকি কিছু মধ্য আয়ের দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছি। আরো গুরূত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৫-এ পাঁচ বছরে সামগ্রিক প্রজনন হার (TFR) ২.৬ থেকে কমে ২.১ এ দাঁড়িয়েছে (সংযোজনী ৩)।

শিশুদের শারীরিক ক্ষীণতা *বা খর্বাকৃতি* ওজন স্বল্পতা বাংলাদেশের জন্য একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হওয়া সত্তেও অপুষ্টির বিষয়টি মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত কার্যক্রমের অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সেক্টর কর্মসূচির একটি লক্ষণীয় দুর্বলতা হচ্ছে, গর্ভবতী নারী ও শিশুদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার মত কোন বড় প্রকল্প/কর্মসূচি নেই। যেসব কর্মসূচি রয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। শিশু ও নারীদের অপুষ্টি বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর একটি। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের ৩৬ শতাংশের শারীরিক বৃদ্ধি অপর্যাপ্ত, তার মধ্যে ১২ শতাংশের অবস্থা গুরুতর[২৭]। ক্ষীণ স্বাস্থ্য ঘটিত সমস্যা বয়সের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়-৬ মাসের শিশুদের ক্ষেত্রে ১৪ শতাংশ, ১৮-২৩ মাসের শিশুদের ৪৬ শতাংশ এবং ৪৮-৫৯ মাসের শিশুদের ৩৮ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে গ্রামের শিশুরা শহুরে শিশুদের তুলনায় ক্ষীণতায় বেশি ভোগে (৩৮ শতাংশ বনাম ৩১ শতাংশ)। এ অবস্থা নিরসনে ভবিষ্যতে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) কাঠামোতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃ, নবজাতক, শৈশব স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি সেবা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের জন্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা জাতীয় নীতি-কৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন দলিল যেমনঃ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, এবং জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫-তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২৭ (নবজাতকের ক্ষেত্রে ২০) জনে নিয়ে আসা; টিকাদান, হাম

[২৬] *ibid*.
[২৭] Bangladesh Demographic and Health Survey, 2014; Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh.

(১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে) ১০০ শতাংশে উন্নীত করা-ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা প্রসবসেবা ৫৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে বাংলাদেশ সেক্টর-ওয়াইড পদ্ধতি অনুসরণ করছে। তৃতীয় সেক্টর-ওয়াইড কর্মসূচি জুলাই ২০১১ থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা জুন ২০১৬তে শেষ হবে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক স্বাস্থ্য সেক্টর কর্মসূচির রূপরেখা নিয়ে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ অনুমোদন করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় নীতি ও কৌশলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য যেসব কর্মসূচি এ সেবাগুলো প্রদান করে থাকে, বঞ্চিত ও যেসব এলাকায় পৌঁছানো কষ্টকর (Hard to Reach Areas) এমনসব এলাকার প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

'ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (*IFPRI)*' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২৫ সালের মধ্যে পুষ্টিস্বল্পতার কারণে ২-৩ শতাংশ জিডিপি হারাতে পারে। যদিও শিশুতের ক্ষীণ স্বাস্থ্য এবং অনুর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সীদের মৃত্যুহারে উন্নতি হয়েছে, তারপর এখনও অনেক কাজ করার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। জাতীয় পুষ্টি সেবা (*NNS)* কর্মসূচিকে ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে সারা দেশের ৬ কোটি শিশুর জন্য মাত্র ৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিরাজমান অবস্থা বিবেচনা করে শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা খাতে ব্যয়-সাশ্রয়ী, বাস্তব-ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে বঞ্চিত জনগণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে এবং যা বঞ্চনা ও বৈষম্যের সুরাহা করবে এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অধিকার বাস্তবায়ন করবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু অধিকার সনদ, যা একটি আইনত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক দলিল, তার ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সম্পদের ব্যবহার এবং সবধরণের যথাযথ প্রশাসনিক, আইনি ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির মূল কথা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতি ও সনদের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা। সকল জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা, কর্মসূচি, ও জাতীয় বাজেটে শিশুনীতিকে প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব প্রদান করার ঘোষণাও এ নীতিমালায় রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ০.১১ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ছিল ০.১৩ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালের মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের ৩৮.৪৫ শতাংশ হচ্ছে শিশু-সংবেদনশীল (সংযোজনী ৪)। এ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি মহিলা ও শিশুদের জন্য সমভাবে উপকারী। গর্ভবতী এবং ল্যাকটেটিং মায়ের জন্য যেসকল কার্যক্রম রয়েছে, সেগুলো শিশুদের প্রাথমিক যত্ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপকারে আসে। এ কারণে, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কার্যক্রম শিশুদের প্রথম দিককার বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাব ফেলে থাকে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং কিশোর স্বাস্থ্য উন্নয়নে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে

তিনটি কর্মসূচি রাখা হয়েছে। কর্মজীবী মায়ের শিশুদের জন্য *দিবাযত্ন* কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০টি জেলায় ৪+ বয়সের শিশুদের জন্য *শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ* কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় শিশু উন্নয়ন, ডে-কেয়ার সেন্টার এবং 'আর্লি লার্নিং' সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অসহায় শিশুদের যত্ন ও সেবা দেয়া হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ প্রকল্পের জন্য ৪.১৪ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একই ধরনের উদ্যোগ সারাদেশে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিগত পাঁচ বছরে (২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গড় বাজেট বরাদ্দ ছিল জিডিপির ০.২০ শতাংশ এবং সরকারি বাজেটের ১ শতাংশ। বাজেট বরাদ্দের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ১৮.৬ শতাংশ শিশু-সংবেদনশীল (সংযোজনী ৫)।

সরকার শিশুদের জন্য নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তবে, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জড়িত। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (*NSSS*) এর তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দ্বৈততা রয়েছে; এবং অনেক কর্মসূচি রয়েছে যেগুলো এতো ছোট যে সেগুলো তেমন সুবিধাভোগীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিপুল সংখ্যক কর্মসূচির মধ্যে কোনগুলো শিশুদের সমান অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করছে এবং *কোনগুলো* প্রতিবন্ধী ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পরিবারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে *গ্রহণ* করা হয়েছে তা চিহ্নিত করা দুরূহ[২৮]।

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়রগুলোর মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান বা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এখনো দুর্বল। এ ধরনের সমন্বয় একাধিক কার্যক্রম/কর্মসূচির একই এলাকায় একাধিক কর্মসূচি কমাতে, কর্মসূচি নেই এমন এলাকা চিহ্নিত করতে এবং সামগ্রিকভাবে সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এতিমদের জন্য *খোরাকি*, *প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি*, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সহায়তা, ঝুঁকিতে থাকা শিশু এবং বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুদের বা তাদের দেখাশোনাকারীদের সামাজিক যত্ন ও সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশু-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সহিংসতা, নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা এবং অবৈধ শিশু পাচার বন্ধ নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি ২০টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে, ২০১৬-১৭ *অর্থবছরে* যার বরাদ্দ রয়েছে ৭.০৮ কোটি টাকা। শিশুদের ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে এধরনের প্রকল্পের আওতা বাড়ানো যেতে পারে।

[২৮]General Economic Division, 2015. National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, 2015, Planning Commission, Ministry of Planning.

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

পরিবারিক দারিদ্র্য নিরসন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য এ মন্ত্রণালয় নিরাপত্তা-বেষ্টনী কর্মসূচির প্রতি জোর দিয়ে থাকে। যার মাধ্যমে শিশুরা উপকৃত হয়ে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের প্রায় ২০ শতাংশ শিশু সংবেদনশীল (সংযোজনী ৬)। এ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের একটি উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫,৮৫৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮,০০৬ কোটি টাকা)। শিশু অধিকার সনদ (CRC)-তে সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা থেকে শিশুদের উপকার লাভের অধিকারের কথা বলা আছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল *(NSSS),* জাতীয় শিশু নীতিতে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

শিশু অধিকার সনদ (CRC) অনুযায়ী শিশুদের রোগ এবং অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি ও বিপদ দূর করার ব্যবস্থা করা শিশুদের অধিকার। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বাধ্যবাধকতাগুলোকে অনুমোদন করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, সকল শহরে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শহরে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর যথাক্রমে ১০০ এবং ৯০ শতাংশের জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা বৃদ্ধি করা।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত জাতীয় অঙ্গীকার বেশ কিছু নীতিমালায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। জাতীয় শিশু নীতিতে উপকূলীয় এবং আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৯৯৮ সালে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি, ২০০৪ সালে আর্সেনিক দূরকরণ নীতি, এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (২০১১-২০২৫) প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ চালু করা হয়েছে, যাতে জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের বিধান রাখা হয়েছে।

সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এখাতে বরাদ্দ হচ্ছে ৬৮৫.৩৫ কোটি টাকা। শহরাঞ্চলে পানি ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমও এ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন। যদিও স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় বাজেটের একটি বিশাল অংশ (প্রায় ৭ শতাংশ) এবং জিডিপির ১ শতাংশ পেয়ে থাকে, এখানে শিশু-কেন্দ্রিক বরাদ্দ কম (সংযোজনী ৭)।

অংশ-ঘ: উপসংহার ও ভবিষৎ করণীয়

গত দুই দশকে বাংলাদেশ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে এবং বেশ কয়েকটি সামাজিক সূচকে প্রায় সব নিম্ন আয়ের এবং কয়েকটি মধ্য আয়ের দেশ থেকে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে[২৯]।

তবে বর্তমান প্রজন্মের শিশু ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি অধিক মাত্রায় বহন করতে হবে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সুস্থ ও সাবলীল বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে। উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী। সরকার এ বিষয়ে সচেতন রয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় নীতি-কৌশল সংক্রান্ত দলিলপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টরাল পরিকল্পনা, শিশু আইন-ইত্যাদিতে এ চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং উত্তরণের উপায়ও বিবৃত হয়েছে।

পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রমের ভিত্তিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিশু বাজেট সংক্রান্ত প্রথম সংকলন 'শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা' প্রকাশিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিষয়, বিন্যাস, উপাদান ও কলেবরের দিক থেকে 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' পুস্তকটি অনেকাংশে উন্নত করা হয়েছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিসেফের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন/কাঠামোর মাধ্যমে বর্তমান পুস্তকটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পুস্তকে প্রস্তাবিত গাইডলাইন/কাঠামো পরবর্তীতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক এবং অন্য সকল অংশীজনের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

সরকারের কোন্ মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা পরিমাপ করাই কেবল এ প্রকাশনার লক্ষ্য নয়; বরং শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সরকারের সাংবিধানিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ব্যয় পর্যাপ্ত কিনা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করাও এ প্রকাশনার অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর ব্যয়ের গুণগত মান এবং সামগ্রিকভাবে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। এ লক্ষ্যে শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর 'সোশ্যাল অডিটিং' ও 'সোশ্যাল ইনটেলিজেন্স রিপোর্টের' মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ প্রকাশনায় বিদ্যমান কার্যক্রমের কিছু দুর্বলতা/অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছে যা সম্পদ বন্টন ও কর্মসূচি প্রণয়ন পর্যায়ে বিবেচনায় নেয়া হবে। তাছাড়া, চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় বিধানেরও সুযোগ রয়েছে। মোট কথা, চলমান কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে এবং সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিবর্তন করা হবে।

কার্যকর ফলাফলের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো এবং জাতীয় বাজেট কাঠামোর আওতার মধ্যেই ঈপ্সিত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার

[২৯] Bangladesh and Development: 'The Path through the Fields', *Economist, The,* 03 November 2012.

উন্নয়ন/আধুনিকায়ন প্রয়োজন; যেমন, সম্পদ ও কর্মকৃতির যোগসূত্র স্থাপন, কর্মকৃতি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুত এবং উন্নন মানের কর্মকৃতির জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রণোদনা প্রদান।

শিশুদের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের পরিচায়ক বর্তমান প্রকাশনা 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'। অর্থ বিভাগ এবং ৭টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিশেষ চাহিদা পূরণে আরো কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এ প্রকাশনায় সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

এখানে শিশুদের ঝুঁকি বা অনিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একটি কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে। সকল অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত কাঠামো চূড়ান্ত করা প্রয়োজন যাতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে এবং এর মাধ্যমেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বিকশিত শিশুর স্বপ্নপূরণ হবে।

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ও তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এ কাজে মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, আইনি কাঠামো এবং মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো। এ অংশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিশু কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, নীতি ও অগ্রাধিকার আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-৩: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	১৪৪.৫৩	১১৬.০০	৮০.৮৪	৭৪.৩৫	৫৫.৩৭
উন্নয়ন ব্যয়	৭৭.১০	৫২.৪৭	৪৩.৩৩	৪৫.২৯	৩৯.১৬
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২২১.৬৩	১৬৮.৪৭	১২৪.১৭	১১৯.৬৪	৯৪.৫৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.৫১	৬.৩৬	৫.১৮	৫.৫৩	৪.৯৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.১৩	০.৯৮	০.৯৮	১.০১	০.৯১

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সরকারের মোট বাজেটের শতকরা হারে এবং জিডিপি'র শতকরা হারেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ১.১৩ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ০.৯১ শতাংশ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল কর্মপরিধি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৭ সাথে সম্পর্কিত। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০ শিক্ষা বিষয়ে সরকারের রূপকল্প জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ	জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ • মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বিস্তারিতভাবে বিধৃত রয়েছে। 'সকলের জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতির মূল ভিত্তি	• কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তর চালু করার মাধ্যমে শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধন করা • ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বাড়িয়ে ৮ বছর করা • সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা • প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা এ শিক্ষা নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ধীরে ধীরে সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বাড়িয়ে ৮ বছর করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় আধুনিক পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি, ২০০৬	সরকার ২০০৬ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে, যার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করে সকলকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা যারা কর্মস্থলে যোগ দিয়েছে, তাদের শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়াই এ নীতির মূল উদ্দেশ্য।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিগত বছরগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যেমনঃ সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার বৃদ্ধি।	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছেঃ • স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন • সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা • শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকরিতা বৃদ্ধি। • প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছেঃ • শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন • নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুন:নির্মাণ ও সংস্কার সাধন • স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালুকরণ • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ

<u>কৌশলগত উদ্দেশ্য</u>

- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- সাক্ষরতার হার বাড়ানো।

সারণি-৪: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
গ্রস স্কুল ভর্তির হার (%)	১০৭.৭	১০৮
নিট ভর্তির হার (%)	৯৪	৯৮
শিক্ষা সমাপনের হার (%)	৫৫	৮০
৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তরণের হার (%)	৯৭	৯৯
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১:৪৯	১:৪০

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-৫: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২২১.৬৩	১৬৮.৪৭
অনুন্নয়ন বাজেট	১৪৪.৫৩	১১৬.০০
উন্নয়ন বাজেট	৭৭.১০	৫২.৪৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২২,০.৩২	১৬৫.৬৯
অনুন্নয়ন বাজেট	১৪৪.৪১	১১৫.৮৭
উন্নয়ন বাজেট	৭৫.৯১	৪৯.৮২
সরকারের মোট বাজেট	৩৪০৬.০৪	২৬৪৫.৬৫
জিডিপি	১৯৬১০.০০	১৭১৬৭.০০
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৭.৩৪	১৫.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.১৩	০.৯৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.৫১	৬.৩৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.১২	০.৯৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.৪৭	৬.২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৯৯.৪১	৯৮.৩৫

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা খাতের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভূক্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপঃ

- ❖ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি ও কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
- ❖ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা
- ❖ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন
- ❖ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ
- ❖ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণিকক্ষ স্থাপন, মাল্টিমিডিয়া বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও সরবরাহ
- ❖ জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন, ইত্যাদি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-৬: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	২০৬.৯১	১৬০	১২০.৫৫	১১২.১৫	৯২.৯
উন্নয়ন ব্যয়	৬১.৬৭	৪২.৫৭	৪১.৪২	৩১.৪৮	২২.৫৩
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২৬৮.৫৮	২০২.৫৭	১৬১.৯৭	১৪৩.৬৩	১১৫.৪৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৭.৮৯	৭.৬৬	৬.৭৬	৬.৬৪	৬.১০
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.৩৭	১.১৮	১.২১	১.২২	১.১১

সূত্রঃ বাজেট ডকুমেন্টস, অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সরকারের মোট বাজেটের শতকরা হারে এবং জিডিপি'র শতকরা হারেও একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ১.৩৭ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ১.১১ শতাংশ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০	জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ ● শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ● কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা ● বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলো নিম্নরূপ: ● বিভিন্ন কারণে কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করা ● শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীত করা ● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করা ● মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে, তা অর্জনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ প্রয়োজন। এ পরিকল্পনায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন দক্ষ ও অধিকতর উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহঃ ● মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করা ● মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ানো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন **<u>কৌশলসমূহঃ</u>** ● সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন ● শিক্ষাদানের মান উন্নীতকরণ ● যথাসম্ভব নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদান ● শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যকার পার্থক্য কমিয়ে আনা ● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ানো ● ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো ● নারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান ● শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য কমানো
মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারসমূহ	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছেঃ ● গুণগত মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় সকলের সুযোগ বৃদ্ধি করা ● শিক্ষার সকল স্তরে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	• শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়ানো • কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন এবং এ ধরনের নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন • বিভিন্ন প্রায়োগিক শিক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ • মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান • বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমতা আনয়ন;
- অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শ্রমবাজারের জন্য উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন জনবল গড়ে তোলা।

সারণি-৭: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত) স্কুল ভর্তির হার (%)	৫৪.৫০	৬৩.৪৩
মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত) ঝরে পড়ার হার (%)	৫৫.৩১	৩৯.১১
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত	৫৪:৪৬	৫০:৫০

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-৮: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২৬৮.৫৮	২০২.৬৭
অনুন্নয়ন বাজেট	২০৬.৯১	১৬০.১০
উন্নয়ন বাজেট	৬১.৬৭	৪২.৫৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৭৮.৭৩	১৩৮.৩৬
অনুন্নয়ন বাজেট	১৩৮.৬৪	১১০.৬৩
উন্নয়ন বাজেট	৪০.০৯	২৭.৭৩
জাতীয় বাজেট	৩৪০৬.০৪	২৬৪৫.৬৫
জিডিপি	১৯৬১০.০০	১৭১৬৭.০০
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৭.৩৪	১৫.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.৩৭	১.১৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৭.৮৯	৭.৬৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৯১	০.৮১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.২৫	৫.২৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৬৬.৫৫	৬৮.২৭

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ঃ

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছে। এরমধ্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য Health, Nutrition and Population Sector Development Programme এর আওতায় অর্জিত হয়েছে। এখাতে উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের সকল কাজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি নিম্নরুপঃ

- ❖ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান;
- ❖ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন;
- ❖ বিভিন্ন সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সেবা সম্প্রসারণ;
- ❖ জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-৯: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	১১২.৮২	৯৭.১৯	৬৯.৭৬	৬১.৩৯	৫৫.০৭
উন্নয়ন ব্যয়	৬২.৩৫	৫১.২১	৪৫.৬২	৩৮.১৬	৩৬.২৩
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১৭৫.১৭	১৪৮.৪০	১১৫.৩৮	৯৯.৫৫	৯১.৩০
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.১৪	৫.৬১	৪.৮১	৪.৬০	৪.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৮৯	০.৮৬	০.৮৬	০.৮৪	০.৮৮

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এ সময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট জিডিপি'র শতকরা হারে প্রায় একই রয়ে গেছে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১	স্বাস্থ্য নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরুপঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব।	• পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; • শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। • শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন। • প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সম্প্রসারণ। • মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ। • প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানো। • সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের উন্নততর পুষ্টি, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা	জাতীয় পুষ্টি নীতির শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ • সকলের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন • সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাসকে উৎসাহিত করা • পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ • পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন
স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা সেক্টরের কৌশলগত বিনিয়োগ (HNPSIP) পরিকল্পনা ২০১৬-২১ এ পরিকল্পনাটির আওতায় চতুর্থ পাঁচ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য খাত প্রোগ্রাম গৃহীত হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমানে যেসকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে তাদেরকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। পরিকল্পনাটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ	HNPSIP-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ • সকল নাগরিকের জন্য সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া • স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেয়া • স্বাস্থ্য খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো তথ্যভিত্তিক করা • স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মা ও শিশুদের জন্য উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ;
- বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।

সারণি-১০: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে, ৫ বছরের নিচে)	৬০	৪৯
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	২.৯	১.৫
মোট প্রজনন হার (হাজারে)	২.৬	২.১
ইপিআই কার্যক্রমের কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	৮৪	৮৫

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-১১: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১৭৫.১৭	১৪৮.৪০
অনুন্নয়ন বাজেট	১১২.৮২	৯৭.১৯
উন্নয়ন বাজেট	৬২.৩৫	৫১.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৪৩.৪১	৩৮.৮২
অনুন্নয়ন বাজেট	২৩.৫৮	২০.১২
উন্নয়ন বাজেট	১৯.৮৩	১৮.৭০
জাতীয় বাজেট	৩৪০৬.০৪	২৬৪৫.৬৫
জিডিপি	১৯৬১০.০০	১৭১৬৭.০০
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৭.৩৭	১৫.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৮৯	০.৮৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.১৪	৫.৬১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২২	০.২৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.২৭	১.৪৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	২৪.৭৮	২৬.১৬

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অত্যতম প্রধান কাজ হল শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং শিশুর সুরক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি, এ সংক্রান্তে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সমন্বয়ের দায়িত্বও এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-১২: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	১৯.৮৩	১৬.২৫	১৪.০৬	১১.৭৪	১১.৩৩
উন্নয়ন ব্যয়	১.৬৮	১.৩৬	১.২৭	২.৫১	২.০০
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২১.৫১	১৭.৬১	১৫.৩৩	১৪.২৫	১৩.৩৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৬৩	০.৬৭	০.৬৪	০.৬৬	০.৭০
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১১	০.১০	০.১১	০.১২	০.১৩

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এসময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট জিডিপি'র শতকরা হারে সামান্য কমেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.১১ শতাংশ ও সরকারের মোট বাজেটের ০.৬৩ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.১৩ শতাংশ ও ০.৭০ শতাংশ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শিশু আইন, ২০১৩	• জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন-এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ কনভেনশন-এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে
জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ ২০১১ সালে সরকার জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সংবিধানের আলোকে শিশু অধিকার	জাতীয় শিশু নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ: • সকল শিশুর জন্য বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুদের সর্বোচ্চ উন্নয়ন

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নিশ্চিত করা। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং জাতীয় বাজেটে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।	• কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ • শিশুদেরকে সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ • ভবিষ্যতে বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য শিশুদেরকে একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা • শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনে প্রভাব পড়ে এমন যে কোন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা • শিশু অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩	শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩-এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপঃ • গর্ভাবস্থায় মায়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করা, সুস্থ ও সবল শিশুর নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা এবং মা ও নবজাতককে ঝুঁকিমুক্ত রাখা • স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা • প্রারম্ভিক শৈশব হতে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা • সকল শিশুর জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা • বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযুক্ত যত্ন ও সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা • এতিম, অনগ্রসর ও গৃহহীন শিশুদের মৌলিক চাহিদা, বিশেষ করে খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা • বৈষম্য থেকে সব শিশুকে সুরক্ষা প্রদান • ঝরে পড়া শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS)	২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। এ কৌশলপত্রে শিশুর উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ • পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ভাতার প্রচলন • সব ধরনের কর্মস্থলে শিশুযত্ন কেন্দ্র স্থাপন • স্কুল টিফিন ব্যবস্থা প্রচলন ও এতিম শিশুদের জন্য সেবা কেন্দ্র চালু করা • দরিদ্র পরিবারের ৪ বছরের নিচে শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	• ১৮ বছরের নিচে সকল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী শিশু ভাতা প্রচলন করা
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু সংশ্লিষ্ট যেসকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো হলঃ
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম ভিশন হল শিশুর উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মত অত্যাবশ্যকীয় সেবার সুযোগ সকল শিশুর সম্প্রসারণ করা	• সরকারি নীতিসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা • স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা • সকল শিশুর জন্য প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা • সকল শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা • শিশুর সেবা প্রদানকারী ও মাতা-পিতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাজেট ও পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেঃ • ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা • শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নারী ও শিশুর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা;
- নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন;
- শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

সারণি-১৩: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
৮৭.৭১ লক্ষ উপরকাভোগীকে ভিজিডি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের শতকরা হার	৯.৪৬	৪৪.৪৬
২৪.২০ লক্ষ কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মায়েদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের শতকরা হার	০	১০.৮৮
৬০.৮০ লক্ষ মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের শতকরা হার	১.৩২	৯.৬২

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-১৪: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২১.৫১	১৭.৬১
অনুন্নয়ন বাজেট	১৯.৮৩	১৬.২৫
উন্নয়ন বাজেট	১.৬৩	১.৩৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৮.২৭	৫.৮৮
অনুন্নয়ন বাজেট	৭.৩৮	৫.০৮
উন্নয়ন বাজেট	০.৮৯	০.৮০
জাতীয় বাজেট	৩৪০৬.০৪	২৬৪৫.৬৫
জিডিপি	১৯৬১০.০০	১৭১৬৭.০০
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৭.৩৭	১৫.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১১	০.১০
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৬৩	০.৬৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৪	০.০৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.২৪	০.২২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৩৮.৪৫	৩৩.৩৯

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ঃ

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর, যার ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দারিদ্র্য, আয় বৈষম্য ও সরকারি সেবা প্রাপ্তির বৈষম্য কমাতে নানা ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমাজের অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভূক্ত। এ মন্ত্রণালয় অবহেলিত শিশুদের, বিশেষ করে এতিম, দু:স্থ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা প্রদানের কাজ করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-১৫: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	৪১.০৬	৩১.৩৯	২৬.৯২	২০.৩১	১৮.২৬
উন্নয়ন ব্যয়	১.৬৮	১.৭৭	১.০০	১.৩১	২.১৩
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৪২.৭৪	৩৩.১৬	২৭.৯২	২১.৬২	২০.৩৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.২৫	১.২৫	১.১৬	১.০০	১.০৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২২	০.১৯	০.২১	০.১৮	০.২০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এসময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট জিডিপি'র শতকরা হারে প্রায় একই রয়ে গেছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
শিশু আইন, ২০১৩	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ; জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন; সকল থানায় শিশু সংশ্লিষ্ট ডেস্ক স্থাপন; শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা; শিশুদের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। শিশুদের সুরক্ষায় পাশাপাশি এ আইনে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩	রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে দায়িত্ব হতে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা যেমন, বাক প্রতিবন্ধীতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতাসহ সকল শিশুর উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নীতি/কৌশল	বিবরণ
জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা ২০০৫	সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা প্রনয়ন করে, যার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা পথশিশু, এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এ নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এসব অবহেলিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS)	২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কৌশলপত্রটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যুনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে রয়ে না যায়। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে; গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। একৌশলপত্রের আওতায় আগামী পাঁচ বছরের উদ্দেশ্য হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা, যাতে চরম দারিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়া যায়।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিশুর উন্নয়ন ও শিশু অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে দেশের সকল শিশুর নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। একাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহকে চিহ্নিত করেছেঃ • অসহায় শিশুদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা • প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করা ও তাদের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা • শিশুসহ সকলের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সমতাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
- সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সারণি-১৬: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
বয়স্ক ভাতার কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	৭৫	৯৬
বিধবা ভাতার কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	৮২.৭৩	৯৬.০০
প্রতিবন্ধী ভাতার কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	২.৮৬	৭.৫৭

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-১৭: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৪২.৭৪	৩৩.১৫
অনুন্নয়ন বাজেট	৪১.০৬	৩১.৩৮
উন্নয়ন বাজেট	১.৬৮	১.৭৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৭.৯৫	৬.২
অনুন্নয়ন বাজেট	৬.৮৯	৫.৩৮
উন্নয়ন বাজেট	১.০৬	০.৮২
জাতীয় বাজেট	৩৪০৬.০৪	২৬৪৫.৬৫
জিডিপি	১৯৬১০.০০	১৭১৬৭.০০
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৭.৩৭	১৫.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২২	০.১৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.২৫	১.২৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৪	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.২৩	০.২৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	১৮.৬০	১৮.৭০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হল সকলের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা। পাশাপাশি, এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকারের নীতি ও কৌশলগুলো সকল সরকারি, বেসরকারি ও সাহায্য সংস্থার কৌশল ও কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সমাজের অনগ্রসর গোষ্ঠীর ব্যক্তিগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

সারণি-১৮: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	৫৪.০৮	৫১.৩৬	৪৭.৪০	৪৬.৫	৪২.০১
উন্নয়ন ব্যয়	২৫.৯৮	২৬.৩৫	২১.১৭	১৭.১০	১৬.৫৫
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৮০.০৬	৭৭.৭১	৬৮.৫৭	৬৩.৬০	৫৮.৫৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	২.৩৫	২.৯৪	২.৮৬	২.৯৪	৩.০৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৪১	০.৪৫	০.৫১	০.৫৪	০.৫৬

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সামান্য বেড়েছে। তবে, এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সরকারের মোট বাজেটের শতকরা হারে এবং জিডিপি'র শতকরা হারে একই সময়ে কিছুটা কমেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.৪১ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ০.৫৬ শতাংশ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগকালীন সময়ে দ্রুত সাড়া দান, আপদকালীন সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ আইনের ২৭ ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য কার্যকর উদ্যেগের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য পৃথক তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নীতি/কৌশল	বিবরণ
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS)	২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কৌশলপত্রটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যুনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে রয়ে না যায় তা নিশ্চিত করা। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে; গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। এ কৌশলপত্রের আওতায় আগামী পাঁচ বছরে উদ্দেশ্য হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা যাতে, চরম দরিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়া যায়।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপ্রত (NSSS) বাস্তবায়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুধা, চরম দারিদ্র ও সামাজিক ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট যে সকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে, তা নিম্নরুপঃ • খাদ্য বিতরণ ও খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম আরো সমন্বিত ও সুসংহত করা; • সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে উন্নীত করা; • দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী পূণর্বাসনে চরম ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, যেমন: মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এর সক্ষমতা বাড়ানো;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও আধুনিকায়ন;
- দুর্যোগকালীন সময়ে ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব।

সারণি-১৯: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কভারেজ (লক্ষ জন মাস)	১৯.৭৩	২২.১৮
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা (লক্ষ জন)	০.৩০	০.৮৫

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-২০: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৮০.০৬	৭৭.৭১
অনুন্নয়ন বাজেট	৫৪.০৮	৫১.৩৬
উন্নয়ন বাজেট	২৫.৯৮	২৬.৩৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৬.০৮	১৫.৬৭
অনুন্নয়ন বাজেট	১৪.৩৩	১৩.৭০
উন্নয়ন বাজেট	১.৭৫	১.৯৭
জাতীয় বাজেট	৩৪০৬.০৪	২৬৪৫.৬৫
জিডিপি	১৯৬১০.০০	১৭১৬৭.০০
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৭.৩৭	১৫.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৪১	০.৪৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	২.৩৫	২.৯৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৮	০.০৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৪৭	০.৫৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	২০.০৮	২০.১৬

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৭. স্থানীয় সরকার বিভাগঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করে থাকে। এ বিভাগের আওতায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের কাজও সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের বিগত পাঁচ বছরের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র নিম্নরুপঃ

সারণি-২১: স্থানীয় সরকার বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	২৭.৭৮	২৪.৮৫	২১.৪০	১৯.১৭	১৯.৪৬
উন্নয়ন ব্যয়	১৮৫.৪৮	১৬৭.৩৬	১৪৮.৬১	১১৪.০৫	১১২.৭৪
বিভাগেরর মোট বাজেট	২১৩.২৬	১৯২.২১	১৭০.০১	১৩৩.২২	১৩২.২০
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.২৬	৭.২৭	৭.০৯	৬.১৬	৬.৯৮
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.০৯	১.১২	১.২৭	১.১৩	১.২৭

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সরকারের মোট বাজেটের শতকরা হারে এবং জিডিপি'র শতকরা হারে একই সময়ে কিছুটা কমেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে সরকারের মোট বাজেটের ৬.২৬ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৬.৯৮ শতাংশ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, স্যানিটেশন ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
জাতীয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা, ১৯৯৪	এ নীতিমালায় সকলের জন্য সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ ও তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নীতিমালায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
জাতীয় আর্সেনিক দূরকরণ নীতিমালা, ২০০৪	আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন এলাকাগুলোকে আর্সেনিক দূষণমুক্ত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০৪ সালে জাতীয় আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালার মূল লক্ষ্য হল আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন সকল এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এতে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

নীতি/কৌশল	বিবরণ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫	এ সেক্টর পরিকল্পনার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সরকারের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিত বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আলোকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনি কাঠামোর সংস্কার, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশগত নিরাপত্তা ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদির উপর জোর দেয়া হয়েছে।
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪	জন্মের পর নাম, জাতীয়তা এবং মাতা-পিতা কর্তৃক যত্ন ও ভালবাসা পাওয়ার অধিকার সকল শিশুর রয়েছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুর এসকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৮ অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা;
- গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
- নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

সারণি-২২: স্থানীয় সরকার বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ (মোট জনসংখ্যার %)		
গ্রামীণ এলাকায়	৮৭	৯০
শহর এলাকায়	৬০	১০০
আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যার %)	৪	০
স্যানিটেশন কভারেজ (মোট জনসংখ্যার %)	৯০.৬	৯৮
অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের কাভারেজ (মোট জনসংখ্যার %)	২৫	৮৭
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (লক্ষ জন দিবস)	১৪৮৬	১৫৩৯

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-২৩: স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ		২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
বিভাগের মোট বাজেট		২১৩.২৬	১৯২.২০
	অনুন্নয়ন বাজেট	২৭.৭৮	২৪.৮৫
	উন্নয়ন বাজেট	১৮৫.৪৮	১৬৭.৩৫

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২১.৪০	১৩.২৫
অনুন্নয়ন বাজেট	১.১৮	১.০৮
উন্নয়ন বাজেট	২০.২২	১২.১৭
জাতীয় বাজেট	৩৪০৬.০৪	২৬৪৫.৬৫
জিডিপি	১৯৬১০.০০	১৭১৬৭.০০
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৭.৩৭	১৫.৪১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.০৯	১.১২
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.২৬	৭.২৬
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১১	০.০৮
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৬৩	০.৫০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	১০.০৩	৬.৮৯

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ